

শিষ্যত্বের বিকাশ

অপরিহার্য শিক্ষা যীশু কে?

পাঠ ৩: যীশুর অলৌকিক কীর্তিকলাপ

কখনও এমন কি দেখেছেন যা সবচেয়ে বিস্ময়কর? আপনি কি সেটাকে অলৌকিক বলবেন? আজকালকার যুগে “অলৌকিক” কথাটা খুব অসম্ভবভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অলৌকিক কাজের যথার্থ পরিচয় কিসে হয়? অলৌকিকের একটি আভিধানিক সংজ্ঞা হল: মানব সংসারে দৈব মধ্যস্থতার প্রকাশরূপ এক অসাধারণ ঘটনা; এক চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা লক্ষ্যণীয় ঘটনা, বিস্ময় বা কর্মসিদ্ধি। আপনার জীবনে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ঘটলে তা এমন চিরতরে রূপান্তরিত করে দেবে। কি মনে হয়, যে এমন অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি শিখতে পারবেন?

যীশু অবশ্যই বহু অলৌকিক কাজ করেছেন। শারীরিক রোগ নিরাময় করা থেকে প্রবল ঝড় শান্ত করা, যীশু প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি সবই পারেন। অথচ অলৌকিক কাজগুলির পিছনে প্রতিদৃষ্টি আকর্ষণ করা কিংবা মনোরঞ্জনের খোরাক জোগানো। যীশুর অলৌকিক কাজগুলির উদ্দেশ্য কি ছিল? সেগুলির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত?

“তখন যীশু বাহির হইয়া
বিস্তর লোক দেখিয়া
তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট
হইলেন, কেননা তাহারা
পালকবিহীন মেষপালের ন্যায়
ছিল; আর তিনি তাহাদিগকে
অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে
লাগিলেন” (মার্ক ৩৪-৩৫
পদ ।)

পার্শ্ব পরিষেবা জীবনে তাঁর সাধিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বৃত্তান্ত পড়লে যীশুকে সে বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও সুস্পষ্ট হয় । অলৌকিক ক্রিয়াগুলির ধরন ছিল বিভিন্ন । অন্ধকে দৃষ্টিদান করেছিলেন, পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নিরাময় করেছিলেন, ঝড় শান্ত করেছিলেন, ক্ষুধাতকে আহার দিয়েছিলেন এবং আরও অনেক । প্রেরিত যোহন তাঁর পুস্তকটি সমাপ্ত করেছেন এই লিখে : “যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায় তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না” (যোহন ২১:২৫ পদ) । আর অন্য কি সমস্ত অলৌকিক কাজ যীশু সাধন করেছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর চাইতেও এমন যথেষ্ট অলৌকিক ঘটনা বাইবেলে লিপিবদ্ধ হয়েছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যীশু কে? সে সম্পর্কে এক সম্পূর্ণ আকৃতির ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরা ।

প্রথমত: দেখি যে, যীশুর অলৌকিক কীর্তিকলাপ তুলে ধরেছে তাঁর চরিত্র । বেশ কয়েকটি অলৌকিক কাজের বৃত্তান্ত শুরু হয়েছে, “তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন,” এই কথা দিয়ে । উদাহরণ স্বরূপ মার্ক ৬ অধ্যায়ে আমরা “পাঁচ সহস্র লোককে আহার” দেওয়ার ঘটনাটি দেখতে পাই । আপনার হয়ত মনে আছে যে, সারাদিন ধরে এক বিশাল জনতা যীশুকে অনুসরণ করেছে আর তাঁর উপদেশ শুনেছে । যীশু ও তাঁর শিষ্যরাও ক্লান্ত হয়ে কোথাও বিশ্রামের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তবু জনতা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল আর “তখন যীশু পাড়ে নামিয়া বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা পালকবিহীন মেষপালের ন্যায় ছিল; আর তিনি তাহাদিগকে নানান বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন” (মার্ক ৬ : ৩৪-৩৫ পদ) । তিনি তাদের এমনই বিদায় করে দিতে পারতেন অথচ তাদের প্রতি তাঁর সমবেদনা জাগল । তাদের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তাই নিজের অবসাদ ঝেড়ে ফেলে তিনি তাদের আরও শিক্ষা দিতে লাগলেন । হঠাৎ ঘনিষে এল দিনান্তের আহারপর্ব, শিষ্যেরা পরামর্শ দিলেন হয় আহারের সন্ধানে তাদের গৃহে বিদায় করতে অথবা তাদের জন্য ভিক্ষা কিনতে শিষ্যদের কোথাও পাঠাতে । দু’টি প্রস্তাবের কোনটাই যে বাস্তবধর্মী নয় তা জেনেই যীশু নিজের সমবেদনা ও ক্ষমতা প্রদর্শন করলেন জনতার মধ্যে একটি বালকের কাছ থেকে পাওয়া কিছু রুটি ও মাছ বহুগুণ করে । যীশু তাদের ক্ষুধাতই বিদায় করতে পারতেন ।

অথবা তিনি তাদের বলতে পারতেন খিদে ভুলে গিয়ে সহ্য করতে বরং তাদের প্রতি তাঁর সমবেদনা জেগেছিল । আর তাঁর সেই চরিত্রগত গুণই তাঁকে চালনা করেছিল তাদের জন্য এই অলৌকিক কীর্তিটি সাধন করতে ।

দ্বিতীয়ত: যীশুর অলৌকিক কীর্তিগুলি প্রকাশ করে তাঁর ঈশিত্ব । মনে হতে পারে যে, শাস্ত্রের ভাববাণীগুলি তিনি পূরণ করেছেন বলে সকলেই তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে চিনতে পেরেছিল কিন্তু তা হয়নি তাদের মধ্যেই অনেকেই একটা চিহ্ন বা অলৌকিক কাজ দাবী করেছিল যাতে তাঁর ঈশিত্বকে তারা

বিশ্বাস করতে পারে। লোকেদের এই ব্যাপারটি যীশু বোঝেন। লাজারসের অলৌকিক পুনর্জীবন পাওয়ার ঘটনায় যীশু তাঁর স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনায় বলেছিলেন, “আর আমি জানিতাম, তুমি সর্বদা আমার কথা শুনিয়ে থাক; কিন্তু এই যে সকল লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে, ইহাদের নিমিত্তে এই কথা कहিলাম, যেন ইহারা বিশ্বাস করে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছ” (যোহন ১১:৪২ পদ)। তিনি চেয়েছিলেন যে, লোকে এই অলৌকিক কাজটি দেখুক যাতে তারা তাঁর শক্তির পরিচয় পায় আর বিশ্বাস করে যে, পিতা নিজ অভিপ্রায় পূরণ করার জন্যই পুত্রকে মর্ত্যে প্রেরণ করেছেন।

সবশেষে, সৃষ্টির উপরেও তাঁর কর্তৃত্ব প্রদর্শন করেছেন যীশু তাঁর এই অলৌকিক ক্ষমতা ও পারদর্শিতা তাঁর শিষ্যদেরও দেখা দরকার ছিল। আবারও দেখি যে, দিনভর উপদেশ ও আরোগ্যদানের দীর্ঘ পরিশ্রমে ক্লান্ত যীশু ও তাঁর শিষ্যদল। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, যীশু পরামর্শ দিলেন যেন হ্রদ পার হয়ে তাঁরা এক নির্জন স্থান খুঁজে নেন। নৌকার পিছনদিকে শুয়ে যীশু ঘুমিয়ে পড়তেই এমন ঝড় উঠল যে নৌকা ঢেউয়ের ভরে যেতে লাগল। শিষ্যেরা ভীত হয়ে “তাঁহাকে জাগাইয়া कहিলেন, ‘হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা পড়িলাম?’ তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, ‘নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল। পরে তিনি তাহাদিগকে कहিলেন, ‘তোমরা এরূপ ভীত হও কেন? এ কেমন, তোমাদের বিশ্বাস নাই?’ তাহাতে তাঁহারা অতিশয় ভীত হইয়া পরস্পর कहিতে লাগিলেন, ‘ইনি তবে কে যে, বায়ু এবং সমুদ্রও ইহার আশ্রয় মানে?’” (মার্ক ৪:৩৫-৪১ পদ)। এতদিনের মধ্যে এতদিনের মধ্যে শিষ্যেরা নিশ্চয়ই যীশুকে আরও অনেক অলৌকিক কাজ করে থাকতে দেখেছিলেন। তবু তাঁরা এই দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন যে এমনকি সৃষ্টির উপরেও তিনি কর্তৃত্ব ধারণ করেন।

এই সমস্তের মধ্যে যীশু মহত্তরকে প্রমাণ করবার জন্য তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপকে ব্যবহার করেছিলেন সামান্যতরের চিহ্ন হিসাবে মাত্র। তাঁর ঐশ্বর্য তাঁর সহানুভূতি বা তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে যদি যীশু মিথ্যাচার করতেন কেউ তাঁকে কিন্তু ভুল প্রমাণ করতে পারত না। এই বিস্ময়কর কীর্তিগুলি সবার প্রত্যক্ষে অনস্বীকার্যরূপে সাধন করে তিনি সপ্রমাণ করলেন যে, যা কিছু তিনি দাবী করেছিলেন তা মিথ্যা নয়। লূকের পুস্তক সেই কাহিনী বলে যেখানে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে তার চারজন বন্ধু ছাদ গলিয়ে যীশুর কাছে এনেছিলেন। “তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া তিনি कहিলেন, ‘হে মনুষ্য, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল।’ তখন অধ্যাপকগণ ও ফরীশীরা এই তর্ক করিতে লাগিল, ‘এ কে যে ঐশ্বর্য নিন্দা করিতেছে? একমাত্র ঐশ্বর্য ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে?’ যীশু তাহাদের তর্ক জানিয়া উত্তর করিয়া তাহাদিগকে कहিলেন, ‘তোমরা মনে মনে কেন তর্ক করিতেছে? কোনটা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা হইল’ বলা না ‘তুমি উঠিয়া বেড়াও’ বলা? কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন

মহত্তরকে প্রমাণ করতে সামান্যতর চিহ্ন হিসাবে যীশু তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপ ব্যবহার করেছেন। যারা তাঁর ঐশ্বর্যকে সন্দেহ করেছিল তাদের সকলের প্রত্যক্ষে যীশু এমনভাবে সেই লোকটিকে আরোগ্য করেছিলেন যাতে আরও এক অকাট্য প্রমাণ যুক্ত হয় যে, তিনি বাস্তবিকই যা নিজের সম্বন্ধে দাবী করেছিলেন।

তোমরা জানিতে পার, এইজন্য’ – তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন, – ‘তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও ।’ তাহাতে সে তখনই তাহাদের সাক্ষাতে উঠিল এবং আপন শয্যা তুলিয়া লইয়া ঈ রের গোরব করিতে করিতে আপন গৃহে চলিয়া গেল । তখন সকলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল, আর ঈশ্বরের গোরব করিতে লাগিল, এবং ভয়ে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে লাগিল, ‘আজ আমরা অলৌকিক ব্যাপার দেখিলাম’ (লুক ৬:১৮-২৬ পদ) । তিনি জানতেন যে, তিনি সেই লোকটির পাপ ক্ষমা করেছেন এবং সেটাই ছিল সেই লোকটির আসল অভাব কিন্তু যারা ঈশ্বরে সন্দেহ করেছিল তাদের দেখাবার জন্যই সেই লোকটিকে এমনভাবে আরোগ্য করেছিলেন যাতে আরও একটি অকাট্য যুক্তি সংযোজিত হয় যে, তিনি যা দাবী করতেন তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে তাই বটে ।

যীশুকে জানতে পারব এক বিস্ময়কর উপায় হচ্ছে: তাঁর অলৌকিক কীর্তিগুলিকে সমীক্ষণ করা! এই পার্থের শেষে আমরাও যোহনের মত বলতে পারি যে, অলৌকিক কীর্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করে আমরা এত কিছু শিক্ষা করি যে, সে সম্বন্ধে বলার মত আরও অনেক কিছুই থাকে অথচ এই একটিমাত্র পার্থে তা ধরবে না । এখনকার মত, তাঁর সহানুভূতি, তাঁর ঈশ্বর, আর তাঁর কর্তৃত্বই আমরা উল্লাস করি এবং তাঁর অলৌকিকত্বের দানের জন্য কৃতজ্ঞ হই যাতে তাঁকে আরও ভালোভাবে জানতে পারি ।

পুনর্বিবেচনা

- যীশু তাঁর অলৌকিক কীর্তিকলাপে নিজের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা দেন । তাঁর সহানুভূতিই তাঁকে মানুষের জীবনে জড়িত হতে প্ররোচিত করে ।
- তাঁর পিতাতে ও তাঁকে প্রেরণের পিছনে তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে কিভাবে যীশু আমাদের বিশ্বাস করাবেন সেটাকেই কার্যকর করে তোলে তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ ।
- যীশুর অলৌকিক কীর্তিগুলিকে সমীক্ষা করে আমাদের পরিত্রাতা যীশু সম্পর্কে আমরা আরও শিক্ষালাভ করতে পারি ।

আপনার বক্তব্য রাখুন

- নিজের জীবনটা একটু চিন্তা করুন । পাঠের শুরুতে ‘অলৌকিক’এর সংজ্ঞা জেনে নিয়ে এবং যে বিভিন্ন অলৌকিক কীর্তিকলাপ যীশু সাধন করেছিলেন সেগুলি বিবেচনা করে ভেবে দেখুন তো আপনি কোন অলৌকিক কাজ দেখেছেন কি?
- অলৌকিক কাজ দেখলে কি আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে? কেন, অথবা, কেন নয়?
- একটু সময় ধরে প্রার্থনা করুন যাতে বাইবেলের স্পষ্ট বক্তব্যকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করার জন্য চিহ্ন বা অলৌকিক ঘটিত কোন প্রমাণ আপনার প্রয়োজন না হয় ।
- এবার, আর একটু সময় নিয়ে যীশুর অলৌকিক কীর্তিগুলির মাধ্যমে যা কিছু তাঁর সম্বন্ধে শিখেছেন তার প্রত্যুত্তরে, তিনি কে? সে বিষয়ে তাঁর প্রশংসায় এবং জীবনের সবকিছু দিয়ে তাঁকে ভরসা করায়, কারণ বিশ্বাস্যকর কাজ করতে তিনি অবশ্যই পারেন!

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র
বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে
নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য
বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া,
২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড,
ব্যাঙ্গালোর - ৫৬০ ০০১ ।

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের
মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে
বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার
করতে পারেন। সকল
বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট
©2019 Trans World Radio Canada
-র অধীনস্থ। লাইসেন্সের বিষয়ে
অধিক জানার জন্য দেখুন
www.discipleshipessentials.org/licensing